সংবাদ

তারিখ 10 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসন সংকটের সমাধানে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস গড়ে তুলুন

আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন তীব্র আবাসন সংকটে পড়েছে। বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবাসন সংকট নতুন কোন ব্যাপার নয়, দিনে দিনে সেটি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে মাত্র।

সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সহযোগী দৈনিক লিখেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আবাসিক হলগুলো বর্তমানে হয়ে উঠেছে ঘনবহুল ও ঘিঞ্জি। কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু শিবিরের পরিবেশকেও হার মানায়। আবাসন সংকটের মাত্রা এতই তীব্র হয়েছে যে, হলগুলো বর্তমানে ধারণক্ষমতার প্রায় তিনগুণ শিক্ষার্থী ধারণ করছে। সৃষ্টি হয়েছে গণরুম নামের কক্ষ। অস্বস্তিকর পরিবেশে শিক্ষার্থীরা পাচ্ছেন না শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হল প্রশাসনের তদারকির দুর্বলতা এবং এ দুর্বলতার সুযোগে সরকারিদলের ছাত্র সংগঠনের দৌরাত্ম্য। ছেলেদের হলগুলোতে হল প্রশাসনের 'বিকল্প প্রশাসন' চালান ছাত্রনেতারা। হলে ছাত্র উঠানো থেকে নামানো সব তদারকিই তাদের।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯২টি বছর ইতোমধ্যেই পাড়ি দিয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। শুরুর সময়ের ৮৭৭ জন নিয়মিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বর্তমানে ৩৫ হাজারে ছাড়িয়ে গেছে। শিক্ষার্থী বৃদ্ধির সঙ্গে আবাসন সুবিধা বাড়েনি। ফলে এই শিক্ষায়তন তার সেই সুপরিসর আবাসনের চরিত্র হারিয়েছে। ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি আবাসিক হলের ৩টি হোস্টেলে ১৮ হাজার ৭৩২ জন আবাসিক ছাত্রছাত্রী অবস্থান করে। তবে অবস্থানকারী প্রকৃত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা আরও বেশি।

গত বছর ছাত্রীদের জন্য ১ হাজার ৩২ আসনবিশিষ্ট 'কবি সুফিয়া কামাল' হল যাত্রা শুরু করে। ছেলেদের জন্য ১ হাজার আসনের আরেকটি হল চালু হওয়ার পথে। এর নাম বিজয় একাত্তর। তবে এতেও তীব্র আবাসন সংকটের ন্যূনতম সমাধান হবে না বলেই ভাবছে সংশ্লিষ্টরা।

মোটকথা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসন সংকট শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকৃত অর্থেই তীব্র মানবিক সংকট ডেকে এনেছে। সহযোগী দৈনিকে এ সম্পর্কে যে সচিত্র প্রতিবেদনটি ছাপা হয়েছে, তাতে সহজেই বোঝা যাচ্ছে উচ্চশিক্ষার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় তার ন্যূনতম স্বাভাবিক পরিবেশটাই হারিয়ে ফেলেছে। এখানে উচ্চশিক্ষা লাভে কিংবা গবেষণায় শিক্ষার্থীরা থাকছে, না এগুলো কোন উদ্বাস্তু শিবিরের শরণার্থীদের আবাস সেটি পার্থক্য করা যাবে না।

প্রশ্ন হচ্ছে এই সংকটের সমাধান কোথায়। সংকট সমাধানে কর্তৃপক্ষ যে একেবারেই উদাসীন এটা মনে করা ঠিক হবে না। আসন সংকট এখন বাস্তবতা। এখন চাইলেও কম শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা যাবে না। আবার রাতারাতি হলও নির্মাণ করা যাচ্ছে না। এখানে জমি ও অর্থের সংকট রয়েছে। আমাদের প্রস্তাব হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তীব্র আবাসিক সংকট দূর করতে হলে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস গড়ে তোলার কথা ভাবা যেতে পারে। পর্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আনা-নেয়া করার সময়সূচি আরও বাড়িয়ে দিয়ে এই সংকটের সমাধান লাভ করা যেতে পারে। এখন যেভাবে চলছে তাতে শুধু শিক্ষা গ্রহণই বিপর্যস্ত হচ্ছে না, শিক্ষার্থীদের মানসিক সংকটও বাড়িয়ে দিচ্ছে। যা তাদের ভবিষ্যতের স্বাভাবিক জীবনকেও বিঘ্নিত করবে।

পাশাপাশি বর্তমানে আবাসিক ব্যবস্থার যে কাঠামোটি রয়েছে, তার ব্যবস্থাপনাও যদি সুষ্ঠু করা যায় তাহলেও সংকট কিছুটা হলেও কমবে। যখন যারা ক্ষমতায় যায়, তাদের ছাত্র সংগঠনের নেতাদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে। বর্তমানে যেমন ছাত্রলীগের দৌরাত্ম্য চলছে। এরা হলের আসন কেনাবেচা করে। ছাত্রত্ব চলে গেলেও দীর্ঘদিন হলের কক্ষ দখলে রাখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত এই দৃশ্যের অবসান ঘটাতে হবে। এখানে হল প্রশাসনের দায়িত্বে থাকা শিক্ষকরাও অনেকটা অসহায়। অবৈধ আসন দখলকে কেন্দ্র করে প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ে খুনোখুনি, মারামারির ঘটনাও ঘটে। সুতরাং কর্তৃপক্ষের শক্ত হাতে এগুলো বন্ধ করতে হবে। এখানে একেবারেই নিরেট উচ্চশিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকেও রাজনৈতিক দলবাজি পরিহার করতে হবে। এগুলো করতে পারলেই হয়তো কিছুটা স্বস্তি মিলতে পারে। তবে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস গড়ে না তোলা পর্যন্ত বর্তমান অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অমানবিক আবাসন সংকটের সমাধান হবে না।